যুগান্তর

04 MAR 2010

আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও এলাকাবাসীর সংঘর্ষ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আহত ১৫

রংপুর ব্যুরো

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এলাকাবাসী ও পুলিশের সংঘর্ষে ছাত্র-শিক্ষকসহ ১৫ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ লাঠিচার্জসহ ৩৬ রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় আহতদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি কয়েকজন শিক্ষকের পদোন্নতি ও সাবেক ভিসির আমলে অবৈধভাবে নিয়োগকৃত ১৫২ জন কর্মচারী নিয়োগের বৈধতা দাবি করে ৫ মাস ধরে আন্দোলন করে আসছে। এর মধ্যে গত ৪ মাস ধরে আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দফতরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে চলতি সেশনের অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ও একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ করে রাখে। ফলে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনকারীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় শিক্ষকদের একটি অংশ, স্থানীয় প্রশাসন এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি ও রংপুরের সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আন্দোলনরত শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ৯৪ হাজার আবেদনকারী শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি বিভাগের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের কথা বিবেচনা করে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক ও ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার জন্য বললেও আন্দোলনকারীরা তাদের দাবিতে অনড় থেকে ভিসির পদত্যাগ দাবি করে আসছেন।

এ পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাতীয় পার্টির মহানগর কমিটির আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফাসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি আন্দোলনরত শিক্ষকদের অনশন মঞ্চে গিয়ে তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার ও শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার অনুরোধ করেন। এ সময় কয়েকজন শিক্ষক-ছাত্রের সঙ্গে তাদের বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরপর সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও এলাকাবাসী ক্যাম্পাস থেকে চলে গেলে আন্দোলনরত শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে বহিরাগতরা হামলা চালিয়েছে— এমন গুজব ছড়িয়ে ছাত্রদের ক্যাম্পাসে জড়ো করেন। এরপর লাঠিসোটা নিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটসংলগ্ন ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় তারা ১০টি ট্রাক, বাসসহ ২০টি দোকান ভাঙচুর করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে খবর পেয়ে পুলিশ এসে তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এ সময় আন্দোলনকারীরা পুলিশের ওপর হামলা চালালে পুলিশ ও এলাকাবাসী তাদের ধাওয়া করলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে পুলিশ ৩৬ রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় শিক্ষক শরীফুল ইসলাম ও শামসুল হক, ছাত্র আসীফ, শাহজাহান ও রুবেল এবং স্থানীয় সাইফুল, মিজান, রহমান, জুয়েলসহ ১৫ জন আহত হন। তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে আসীফ, শাহজাহান ও রুবেল রাবার বুলেটবিদ্ধ হয়েছেন।